মামলুক সিরিজ-২

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ

দ্য ব্যাটলিয়ন

মামলুক সিরিজ-২

বর্বর তাতারবিরোধী আইন জালুত যুদ্ধের মহানায়ক

সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ

দ্য ব্যাটালিয়ন

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

ভাষান্তর

যায়েদ আলতাফ

মানসূর আহমাদ

সম্পাদক

আবদুর রশীদ তারাপাশী

কালান্তর প্রকাশনী

তৃতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২২
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৯

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৩৫০, US $ 18. UK £ 13

প্রচ্ছদ : নাঈমা তামান্না

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা , বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ
মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96590-2-0

The Battalion
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শুরুতে গোবির মরুভূমি থেকে ধেয়ে এসেছিল চেঙ্গিসি ঝড়। আকাশ আঁধার করে আসা সেই সর্বনাশা ঝড়ের কালো ছায়া এসে পড়েছিল শক্তিশালী খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য ও জাতির ঐক্যের কেন্দ্রভূমি বাগদাদকেন্দ্রিক আব্বাসি খিলাফতের ওপর; কিন্তু বিতর্কপ্রিয় অচেতন জনগোষ্ঠীর কেউই তেমন গুরুত্ব দেয়নি সে দিন। সতর্ক হয়নি সে ঝড় থেকে আত্মরক্ষার জন্য। একসময় সেই ঝড় প্রচণ্ড আকার ধারণ করে আছড়ে পড়ে খাওয়ারিজমের ওপর এবং ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে এই শক্তিমান ও সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যকে; কিন্তু খাওয়ারিজমের করুণ অবস্থা দেখেও সতর্ক হওয়ার গরজ অনুভব করেনি পাশের বাগদাদ। ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়। মোঙ্গল ও তাতার নামক সেই প্রলয়ংকরী তাণ্ডবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বিশাল আব্বাসি খিলাফত। পুরো মুসলিমবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে ত্রাস, শঙ্কা আর উৎকণ্ঠা। রক্তের স্রোতে তলিয়ে যেতে থাকে দারুল খিলাফাহ বাগদাদ। তৎকালে সারা বিশ্বের বিদ্যার্থীদের জ্ঞানকেন্দ্র হয়ে ওঠা দারুল হিকমার সমস্ত গ্রন্থ অশিক্ষিত বর্বর মোঙ্গলরা ফেলে দেয় দিজলা ও ফুরাতে, গ্রন্থের কালিতে কালো হয়ে যায় নদীর পানি। জীবিতরা আশ্রয়ের খোঁজে পালাতে থাকে মিসরের দিকে—মামলুক সুলতানের আশ্রয়ে।

মানুষ মনে করেছিল তাতারঝড় একটা খোদায়ি গজব, কিয়ামত-পূর্ব ইয়াজুজ-মাজুজের বাহিনী। কেউ কেউ ভাবছিল এরা দাজ্জালের বাহিনী; তাই মানুষের সাধ্য নেই এই ঝড় মোকাবিলার। মুসলিমবিশ্বের ওপর বয়ে-যাওয়া এ তাণ্ডব দেখে সেদিন থরথর করে কাঁপছিল ইউরোপও। হ্যারল্ড ল্যাম্বের ভাষায়, 'সুইডেন ও ভেনিসের জেলেরা তাতারদের ভয়ে সাগরে মাছ ধরার নৌকা ভাসাতে ভয় পেত!'

জাতিকে রক্ষার জন্য তখন প্রয়োজন ছিল এমন একজন নেতার, যার মধ্যে থাকবে জিহাদের পূর্ণ জজবা। ইমান হবে পাথরের চেয়ে কঠিন ও দৃঢ়, সাহস থাকবে পাহাড়ের চেয়ে উঁচু; আর জাতির প্রতি প্রেম ও দরদে দিলটা থাকবে সাগরের চেয়ে বিশাল ও গভীর। সেই ক্রান্তিকালে মহান আল্লাহ মামলুক সুলতানদের থেকে চয়ন করে নিয়েছিলেন সাইফুদ্দিন কুতুজ নামের এক মুজাহিদকে, যিনি ইমান ও জিহাদের মাঠে আবির্ভূত হয়েছিলেন ধূমকেতুর গতি নিয়ে। আইন

জালুতের মহারণে চির-অজেয় আখ্যা পাওয়া তাতারদের মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিয়ে উম্মাহর স্বপ্নের আকাশে উদয় হয়েছিলেন ধ্রুবতারা হয়ে। পালটে দিয়েছিলেন ইতিহাসের মোড়। ধীরে ধীরে ফিরে আসতে থাকে মুসলিমদের গৌরবময় হারানো অতীত।

ইতিহাসকে তুলনা করা হয় আয়নার সঙ্গে। ইতিহাসের পাতায় দেখে নিতে হয় অতীতের উত্থানের কারণ, পতনের প্রধান নিয়ামক। জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে অনুসরণ করতে হয় সেই উত্থানের মাধ্যমগুলোর এবং পরাজয় থেকে বাঁচতে হলে পরিহার করতে হয় পতনের কারণসমূহ। এমনই এক ইতিহাস হচ্ছে মামলুক সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ রাহ.-এর জীবনেতিহাস।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি *মোঙ্গল ও তাতারদের ইতিহাস* গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ। গ্রন্থটির লেখক বিশ্বখ্যাত ইতিহাসবিদ ও গবেষক ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি এ অংশটি প্রকাশ করেছেন—মোঙ্গল ও তাতারদের ইতিহাসের অংশ হিসেবে; আবার *সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ* নামে আলাদাভাবে। তাই আমরাও লেখকের অনুসরণে দুভাবেই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছি। আমরা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির নাম রেখেছি *সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ দ্য ব্যাটালিয়ন*।

গ্রন্থটি বিষয়-বিবেচনায় যথেষ্ট কঠিন এবং ভাষিক উপস্থাপনায় সৌকর্যপূর্ণ ও আলংকারিক। অনেকেই এমন গ্রন্থ অনুবাদে হিমশিম খেয়ে যান। মানুষের নাম, জায়গার নাম, বিভিন্ন বস্তুর নাম, তারিখ ইত্যাদি এতই জটপাকানো যে, হিমশিম খাওয়া আশ্চর্যের কিছু না; কিন্তু মানসূর আহমাদ তার যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে যথেষ্ট সাবলীলতার সঙ্গে গ্রন্থটির অনুবাদ সমাপ্ত করেছেন। ভূমিকা অনুবাদ করেছেন যায়েদ আলতাফ। সম্পাদনা করেছেন প্রবীণ লেখক আবদুর রশীদ তারাপাশী। দ্বিতীয় সংস্করণের ভাষা ও বানানের কাজ করেছেন আবদুল্লাহ আরাফাত। এ ছাড়া ইলিয়াস মশহুদ, মুতিউল মুরসালিন এবং আমিও গ্রন্থটি পাঠ করেছি।

আমরা আমাদের চেষ্টায় কতটুকু সফল সেটা নিরীক্ষণ করবেন পাঠকসমাজ। আশা করব যেকোনো পর্যায়ের ভুলত্রুটি নজরে এলে কালান্তরকে অবহিত করবেন। ইনশাআল্লাহ কালান্তর আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
১০ সেপ্টেম্বর ২০২২

অনুবাদকের কথা

বাংলাদেশে সঠিক ইতিহাসচর্চা খুবই কম হয়। পাঠ্যবইয়ে জোর করে ইতিহাস গেলানো হলেও স্বতঃপ্রণোদিত ইতিহাসচর্চা হয় না বললেই চলে। আমরা অনেকেই *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ার* নাম শুনেছি; কিন্তু পড়েছি কজন? আর পড়ব দূরের কথা, নামই-বা জানি কয়টি গ্রন্থের! যখন দেখি বড় বড় আলিম পর্যন্ত সাইফুদ্দিন কুতুজের নামটা জানেন না, তখন দুঃখে কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে হয়। ইতিমধ্যে দুজন মুহাদ্দিস আলিমকে 'ইদানীং কী লিখছ?'—প্রশ্নের জবাবে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির নাম জানিয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উভয়কেই ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয়েছে সাইফুদ্দিন কুতুজ কে ছিলেন, কী ছিলেন!

আমরা হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদের সুবিশাল পাঠাগার ধ্বংসের কাহিনি খুব ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে পারি; কিন্তু সেই হালাকুর বাহিনীকে যিনি পরাজিত করলেন, তাঁর নামটা পর্যন্ত জানি না—আমাদের চেয়ে দুর্ভাগা আর কে হতে পারে! একটা জাতি যদি নিজেদের পূর্বসূরিদের না চেনে, তারা কীভাবে শিক্ষা নেবে! কোন পরিস্থিতিতে কী পদক্ষেপ নিতে হয়, তা জানবে কীভাবে! পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে অজ্ঞ জাতি কীভাবে জেগে উঠবে! ইতিহাস তো অতীতের আয়নায় ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশনা।

ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি একজন আরব-ইতিহাসবিদ। বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের কাছে একজন গ্রহণযোগ্য ইতিহাস-বিশ্লেষক। মুসলিম উম্মাহকে ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে, উম্মাহর সিংহপুরুষদের বীরত্বের কাহিনি স্মরণ করিয়ে দিতে এবং পূর্বসূরিদের অনুসৃত রীতিতে জাগিয়ে তুলতে তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন নিরলস প্রয়াস। আমাদের এ গ্রন্থটি তাঁর রচিত *আল-মুগুল বাইনাল ইনতিশার ওয়াল ইনকিসার* গ্রন্থের শেষ দুই অধ্যায়ের অনুবাদ। এর গুরুত্ব বিবেচনা করে ড. সাল্লাবি যেভাবে একে আলাদা গ্রন্থের রূপ দিয়েছেন, তেমনিভাবে এ যুগে এর গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য আরবি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলা রূপায়ণে গ্রন্থটির নাম দেওয়া হয়েছে *সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ দ্য ব্যাটালিয়ন*।

গ্রন্থটির অনুবাদে অনুসৃত নীতি : কিছু কৈফিয়ত

- 'কুতুজ' বানানের ক্ষেত্রে অনেকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন। 'কুতয' 'কুতুয' 'কুতুজ'—কোনটা শুদ্ধ? আমরা কুতুজ বানানে কেন লিখলাম? আমাদের অনুসন্ধান

অনুযায়ী আরবি নামে ত্বা বর্ণে পেশ আছে। নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদ ড. কাসিম আবদুহু রচিত কুতুজের জীবনীতে 'ত্বা' বর্ণে পেশ দিয়ে লেখা হয়েছে। তা ছাড়া ইংরেজি উইকিপিডিয়ায় সরাসরি Qutuz বানানে লেখা হয়েছে। তাই আমরা মনে করি, কুতয বানানের চেয়ে কুতুয/কুতুজ অধিক বিশুদ্ধ। আর যেহেতু গ্রন্থটিতে আমরা প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসরণ করেছি, তাই অন্তস্থ য-য়ে না লিখে বর্গীয় জ-য়ে লিখেছি। এই হিসেবে কুতুয বানানটা চলনসই হলেও কুতুজ বানানই অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে।

- এভাবে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা অধিক গ্রহণযোগ্য ও অধিক বিশুদ্ধ বানান গ্রহণের চেষ্টা করেছি। যেমন, তাতারি না লিখে তাতার লিখেছি।
- হাদিসের সূত্রের ক্ষেত্রে টীকায় শুধু গ্রন্থের নাম ও হাদিস-নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে।
- তথ্যসূত্র উল্লেখের ক্ষেত্রে পাশাপাশি একই গ্রন্থের নাম ও পৃষ্ঠানম্বর এলে শেষেরটা রাখা হয়েছে।
- পাঠকের প্রয়োজন ও উপকারের কথা ভেবে অনুবাদক বা সম্পাদকের পক্ষ থেকে কিছু টীকা সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।
- ঐতিহাসিক প্রয়োজনে আরবিতে অনেক সময় কবিতা উদ্ধৃত করা হয়। বাংলায় সেগুলোর তেমন প্রয়োজন না থাকায় কিছু কবিতার অনুবাদ বাদ দেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থটির অনুবাদের শুরু থেকে প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত অনেক ভাই বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবার প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সুলতান কুতুজের অলংকারপূর্ণ দুর্বোধ্য একটি চিঠির মর্ম উদ্ধার করে দিয়েছেন মিসরে অধ্যয়নরত দিলওয়ার মিলকি ও আরও তিনজন, তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা। এ ছাড়াও অনেকে গ্রন্থের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছেন, বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিয়েছেন; সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সবশেষে আল্লাহ তাআলার কাছে মিনতি, তিনি যেন বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য গ্রন্থটিকে কবুল করেন এবং আমাদের সবাইকে তাঁর দীনের জন্য কবুল করেন। আমিন।

মানসূর আহমাদ
১৮ মে ২০১৯
gelpenbd@gmail.com

সূচিপত্র

লেখকের কথা # ১৫

তৃতীয় অধ্যায়

মামলুক সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন # ৩৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

মামলুকদের উৎস ও উত্থান # ৩৯

এক : মামলুক কারা ৩৯
১. নাজমুদ্দিন আইয়ুব ও মামলুকগণ ৪২
দুই : মামলুকদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাদীক্ষা-পদ্ধতি ৪৬
১. প্রথম স্তর ৪৭
২. দ্বিতীয় স্তর ৫১
৩. তৃতীয় স্তর ৫২
৪. খাওয়াপরা ও বিশ্রামের নিয়মাবলি ৫২
৫. ডিগ্রি ও শিক্ষাসমাপ্তির নিয়মকানুন ৫৩
৬. মামলুকদের ভাষা ৫৩
৭. মামলুকদের মধ্যে 'উসতাজ' সম্পর্ক ৫৪
৮. খুশদাশিয়া (সাথি) সম্পর্ক ৫৫
৯. তারা কি বহিরাগত ৫৫
১০. আধুনিক মিলিটারি অ্যাকাডেমি ৫৬
১১. মামলুক আমিরবিক্রেতা শায়খ ইজ্জুদ্দিন ৫৬
১২. অনন্যদের যুগ ৫৯
তিন : সপ্তম ক্রুসেড মোকাবিলায় মামলুকদের প্রচেষ্টা ৬০
১. মানসুরার যুদ্ধ ৬২
২. যুদ্ধের নেতৃত্বে তুরানশাহ ৬৩
৩. মামলুকদের বীরত্বের চিত্র ৬৫
৪. বন্দিত্ব ও সন্ধির শর্তাবলির মধ্যে নবম লুই ৬৬

৫. সপ্তম ক্রুসেড অভিযানে ক্রুসেডারদের পরাজয়ের কারণ ৬৭
৬. সপ্তম ক্রুসেডের ফল ৬৭
৭. তুরানশাহকে যেভাবে হত্যা করা হয় ৭২
চার : আইয়ুবি সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ৭৪
১. সংশোধন-সংস্কারের পথ পরিহার ৭৭
২. জুলুম ৮০
৩. বিলাসিতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ ৮৩
৪. পরামর্শসভা বন্ধ করে দেওয়া ৮৫
৫. আইয়ুবি পরিবারে গৃহবিবাদ ৮৬
৬. খ্রিস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ৮৭
৭. সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক প্রবাহ তৈরিতে আইয়ুবিদের ব্যর্থতা ৮৯
৮. কেন্দ্রীয় প্রশাসনে দুর্বলতা ৯০
৯. গোয়েন্দাবিভাগের দুর্বলতা ৯১
১০. রাজনৈতিক অঙ্গনে আল্লাহভীরু আলিমদের অনুপস্থিতি ৯২
১১. নাজমুদ্দিন আইয়ুবের মৃত্যু এবং যোগ্য উত্তরসূরির অভাব ৯৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মামলুকদের রাজত্বে শাজারাতুদ দুর ও ইজ্জুদ্দিন আইবেক # ৯৫

এক : শাজারাতুদ দুর ৯৫
১. শাজারাতুদ দুর আইয়ুবি ছিলেন নাকি মামলুক ৯৫
২. মিসর-সম্রাজ্ঞী ৯৬
৩. তাঁর জন্য দুআ ৯৭
৪. তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রা ৯৮
৫. তাঁর অভিষেক ৯৮
৬. শাজারাতুদ দুরের ক্ষমতারোহণকে সবার প্রত্যাখ্যান ৯৮
৭. শাজারাতুদ দুরের পদত্যাগ ৯৯
৮. ইসলামে নারী-নেতৃত্বের হুকুম ১০০
দুই : ইজ্জুদ্দিন আইবেকের রাজত্ব ১০৩
১. আইয়ুবি ও ক্রুসেডারদের শঙ্কা ১০৪
২. মামলুক ও আইয়ুবিদের মধ্যকার যুদ্ধ ১০৭
৩. মামলুক ও ক্রুসেডারদের মধ্যে চুক্তি ১০৮
৪. আব্বাসি খলিফার সমঝোতা-প্রচেষ্টা ১০৯
৫. মামলুকদের বিরুদ্ধে আরবীয় মিসরিদের বিদ্রোহ ১১০

৬. মামলুক সহকর্মীদের থেকে শঙ্কা এবং আকতাই হত্যা ১১৫
৭. সুলতান আইবেক ও শাজারাতুদ দুরকে হত্যা ১১৮
৮. আলি ইবনুল মুয়িজের রাজত্ব ও কুতুজের কর্তৃত্বগ্রহণ ১২২
৯. স্বরাষ্ট্র-বিষয়ে সাইফুদ্দিন কুতুজের পদক্ষেপ ১২৭

চতুর্থ অধ্যায়

আইন জালুতযুদ্ধ ও তাতারদের পরাজয় # ১২৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিলাদুশ শাম ও জাজিরায় তাতারদের দখলদারত্ব # ১৩১

এক : সিলভানের (Mayafarikin) প্রতিরোধ ১৩১
১. তাতারদের মুখোমুখি আমিদ নগরী ১৩১
২. মায়াফারিকিন কর্তৃক তাতারদের চ্যালেঞ্জ ১৩২
৩. কামিল কর্তৃক তাতারদের বিরুদ্ধে কর্মসূচি গ্রহণ ১৩৩
৪. নাসির কর্তৃক কামিল আইয়ুবির পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান ১৩৩
৫. সিলভানের পতন ও কামিল আইয়ুবির শাহাদাত ১৩৫
৬. মারদিন ১৩৮
দুই : প্রতিরোধ ও আত্মসমর্পণে দ্বিধান্বিত নাসির ইউসুফ ১৪০
১. হালাকু কর্তৃক বাদশাহ নাসিরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ১৪০
২. মামলুকদের কাছে নাসিরের সাহায্য কামনা ১৪২
৩. হালাবের পতন ১৪৩
৪. দামেশক ১৪৭
৫ .বাদশাহ নাসির আইয়ুবির শেষ পরিণতি ১৫১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আইন জালুতযুদ্ধের পূর্বাভাস ও এর ঘটনাসমূহের অগ্রগতি # ১৫৪

এক : মিসর দখল করা তাতারদের কৌশলগত লক্ষ্য ১৫৪
দুই : মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধকরণে কুতুজের পদক্ষেপ ১৫৫
তিন : সাইফুদ্দিন কুতুজের প্রতি হালাকুর চিঠি ১৬৩
১. যুদ্ধের পরামর্শসভা ১৬৬
২. সর্বাত্মক যুদ্ধের ঘোষণা ১৬৭
৩. হালাকুর দূত হত্যা ১৬৮

চার : চূড়ান্ত দিন ১৭০
১. যুদ্ধের আগে ১৭০
২. মুসলিমবাহিনীর পদক্ষেপ ১৭১
৩. গাজার যুদ্ধ ১৭১
৪. গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা-তথ্যাবলি ১৭৩
৫. মামলুক-মোঙ্গলদের মধ্যে তুমুল লড়াই ১৭৪
৬. মোঙ্গল-সেনাপতির বীরত্ব ১৭৬
৭. দামেশক ও বিলাদুশ শাম মুক্তকরণ ১৭৮
৮. দামেশকে সাইফুদ্দিন কুতুজের আগমন ১৮০
৯. শামের শাসনক্ষমতা সুবিন্যস্তকরণ ১৮১
১০. পরাজয়ের পর হালাকুর পদক্ষেপ ১৮২
পাঁচ : কুতুজ হত্যা ১৮৩
১. কুতুজ হত্যার কারণ ১৮৫
২. মামলুকদের সিংহাসনে আরোহণের পদ্ধতি ১৮৭
৩. কুতুজ হত্যার ফল ১৮৮
৪. কুতুজের সমাধি ও ইজ ইবনু আবদুস সালামের প্রশংসা ১৯০
৫. মোঙ্গলদের পুনরাক্রমণ ১৯১
ছয় : আইন জালুতে মুসলমানদের বিজয়ের কারণ ১৯৩
১. বিচক্ষণ নেতৃত্ব ১৯৩
২. কুতুজের ছিল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ইমানি দৃষ্টিভঙ্গি ১৯৬
৩. যোগ্য লোকের কাছে দায়িত্ব অর্পণ ২০১
৪. শক্তিশালী বাহিনী ২০৪
৫. জিহাদের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি ২০৫
৬. প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপকরণ গ্রহণের পন্থা ২০৬
৭. পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রতিভা ২১১
৮. সাইফুদ্দিন কুতুজের দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণ রাজনীতি ২১৫
৯. বিজয়ী দলের গুণাবলি অর্জন ২১৭
১০. ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়া এবং বীরদের বৈধ উত্তরাধিকার ২১৯
১১. আলিমদের সাহায্য ও পরামর্শ প্রার্থনা ২২১
১২. দুনিয়াবিমুখতা ২২৩
১৩. মোঙ্গল রাজপরিবারে অন্তর্দ্বন্দ্ব ২২৩
১৪. জালিম ও সীমালঙ্ঘনকারীদের ব্যাপারে আল্লাহর রীতি ২২৫
সাত : আইন জালুতযুদ্ধের প্রভাব ও ফল ২২৬
১. মোঙ্গলদের দখলদারত্ব থেকে বিলাদুশ শাম মুক্তকরণ ২২৭

২. শাম ও মিসরের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা ২২৭
৩. মামলুকদের বিরোধীশক্তি দমন ২২৮
৪. পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয় ২২৯
৫. মানবেতিহাসের চূড়ান্ত ঘটনা ২৩০
৬. মুসলিম উম্মাহর মধ্যে নবজাগরণ ২৩১
৭. থেমে গেল মোঙ্গলদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ধারা ২৩১
৮. ক্রুসেডার ও তাতারদের মধ্যকার মৈত্রীচুক্তির ব্যর্থতা ২৩২
৯. ক্রুসেডারদের দুর্বল অস্তিত্ব ২৩২
১০. কায়রো শহর ২৩৩
১১. বীর মামলুকদের রাজত্বের সূচনা ২৩৩
১২. আব্বাসি খিলাফতের প্রতীকী যুগ ২৩৪
১৩. মামলুক ফৌজের উন্নয়ন ও অস্ত্রশস্ত্রের আধুনিকীকরণ ২৩৪
সারকথা **২৩৬**

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁরই কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করি। আমরা নিজেদের আত্মার অনিষ্ট ও আমলের ভুলত্রুটি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসুল।

> হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো; আর তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সুরা আলে ইমরান : ১০২]

> হে লোকসকল, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন; আর তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাকো। আর ভয় করো রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক। [সুরা নিসা : ১]

> হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলো শুদ্ধ ও পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহাসাফল্য অর্জন করবে। [সুরা আহজাব : ৭০-৭১]

হে আল্লাহ, আপনার মর্যাদা ও ক্ষমতার বিশালত্বের চাহিদানুযায়ী আপনার প্রশংসা, আপনি সন্তুষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আপনার প্রশংসা, সন্তুষ্ট হওয়ার পরও আপনারই প্রশংসা। সকল প্রশংসা মহান প্রভুর জন্য, তাঁর মর্যাদা অনুপাতে। সকল স্তুতি মহান রবের জন্য, যা তাঁর পূর্ণতার উপযোগী। সকল স্তব মহান আল্লাহরই জন্য, তাঁর বড়ত্ব ও মর্যাদার চাহিদা অনুপাতে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি *আল-মুগুল বাইনাল ইনতিশার ওয়াল ইনকিসার* গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ। গ্রন্থটিতে মামলুক তথা দাস সাম্রাজ্যের আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। তাদের পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পারিবারিক ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদীক্ষা, বেড়ে ওঠা, জীবনাচার, শিক্ষা সমাপন ও সনদগ্রহণের বিশেষ রীতি, ভাষাগত ঐক্য, শিক্ষক-ছাত্র ও সহপাঠীদের মধ্যকার সম্পর্ক, তাদের কিনে নিয়ে যারা তালিম-তারবিয়াত ও শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন; সেই উসতাজদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, সপ্তম ক্রুসেড আক্রমণ প্রতিরোধে তাদের অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব ও গৌরবময় বীরত্ব, ক্রুসেডারদের পরাজয়ের কারণ ও তার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুটি কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে :

১. মামলুকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি।
২. মিশন বাস্তবায়নে ফরাসিদের ব্যর্থতা।

তারপর আইয়ুবি সাম্রাজ্যের পতন ও আইয়ুবি বংশের শেষ সুলতান তুরানশাহকে হত্যার ঘটনা আলোচনা করা হয়েছে। আইয়ুবি সাম্রাজ্যের পতনের পেছনে অনেক কারণ সক্রিয় ছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কারণ নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়েছে। যেমন :

১. সংস্কারমূলক কাজকর্ম থেমে যাওয়া।
২. শোষণ-নিপীড়ন।
৩. ভোগবিলাস ও প্রবৃত্তিপূজা।
৪. শূরাপদ্ধতি বাতিলকরণ।
৫. আইয়ুবি-পরিবারের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত।
৬. খ্রিস্টানদের সঙ্গে মিত্রতা।
৭. সভ্যতার বিনির্মাণে আইয়ুবিদের ব্যর্থতা।
৮. কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা।
৯. গোয়েন্দাবিভাগের দুর্বলতা।
১০. রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে হক্কানি আলিমদের অনুপস্থিতি।
১১. আল মালিকুস সালিহ নাজমুদ্দিনের মৃত্যু ও তাঁর যোগ্য উত্তরসূরির অভাব।

এরপর মিসরের সম্রাজ্ঞী শাজারাতুদ দুর (Shajarat al-Durr) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর বংশপরিচয় কী, তিনি আইয়ুবি ছিলেন নাকি মামলুক, সম্রাজ্ঞী হিসেবে তাঁর মিসরের ক্ষমতায় আরোহণ, তারপর নারী হওয়ায় আব্বাসি খলিফা, আলিম ও সাধারণ জনগণ কর্তৃক তাঁর নেতৃত্ব মেনে না নেওয়া, অবশেষে চাপের মুখে

তাঁর ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া, তারপর ইজ্জুদ্দিন আইবেককে ক্ষমতায় বসানো এবং তাঁকে বিয়ে করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে নারীনেতৃত্বের শরয়ি বিধান, ইজ্জুদ্দিন আইবেকের শাসনামলের রাষ্ট্রীয় সংকট ও বিপদ—যেমন : আইয়ুবি ও ক্রুসেডারদের বিপদ, মুসলমানদের পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘাতের সুযোগ নিয়ে ফ্রান্সের অধিপতি নবম লুইয়ের (Louis IX) অপতৎপরতা এবং মুসলমানদের ক্ষতি করার প্রচেষ্টা, মিসর ও সিরীয় শাসকদের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে নবম লুইয়ের দূত প্রেরণ, মামলুক ও আইয়ুবিদের মধ্যে সমঝোতার ব্যাপারে আব্বাসি খলিফার উদ্যোগ গ্রহণ, মিসরে মামলুকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আরব গোত্রের বিদ্রোহ ও তা দমনে মামলুকদের পদক্ষেপ, বাহরিয়া মামলুক শাসক ফারিস আকতাইয়ের (Faris ad-Din Aktai) ইজ্জুদ্দিন আইবেকের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ানো, তারপর আইবেকের তাঁকে মেরে ফেলা, আইবেক আবার স্ত্রীসহ শাজারাতুদ দুরের হাতে নিহত হওয়া, তারপর শাজারাতুদ দুরকে হত্যা করে আইবেক-সমর্থকদের প্রতিশোধ নেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এই অধ্যায়ে ইজ্জুদ্দিন আইবেকের মৃত্যুর পর তাঁর ছয় বছর বয়সি পুত্র আল মালিকুল মানসুর আলি ইবনুল মুয়িজের সিংহাসনে সমাসীন হওয়া; তারপর তাঁর কাছ থেকে সাইফুদ্দিন কুতুজের ক্ষমতা নিয়ে নেওয়া এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কুতুজের গৃহীত পদক্ষেপ নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

আইন জালুতের অবিস্মরণীয় যুদ্ধ ও মোঙ্গালদের পতন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের শুরুতে বাগদাদ পতনের পর মোঙ্গালদের অব্যাহত যুদ্ধাভিযান, তারপর তাদের শাম ও আরব উপদ্বীপ দখলের আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। সেই সঙ্গে তাতারদের মোকাবিলায় কামিল আইয়ুবির পরিকল্পনা ও মায়াফারিকিনে[১] (সিলভান) তাঁর সাহসী প্রতিরোধ গড়ে তোলার পর শাহাদাতবরণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, নির্ভীক নগরী হিসেবে মায়াফারিকিনের সুখ্যাতি ছিল। কামিল আইয়ুবির নেতৃত্বে সেখানে ভয়াবহ এক রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধযুদ্ধ সংঘটিত হয়। অবশ্য শহরটিকে তাতাররা দীর্ঘদিন অবরোধ করে রাখায় অবরুদ্ধ আইয়ুবিদের সমস্ত রসদপত্র শেষ হয়ে যায়। তারা দুর্ভিক্ষ ও মহামারির শিকার হয়। মিনজানিকের মাধ্যমে মোঙ্গালদের নিক্ষিপ্ত বিশাল বিশাল পাথরের বিরামহীন আঘাতে দুর্গের প্রাচীরগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। একপর্যায়ে শহরের অধিকাংশ বাসিন্দা মৃত্যুবরণ করে।

[১] তুরস্কের প্রাচীন শহর। আধুনিক নাম সিলভান (Silvan)। শহরটি তুরস্কের দিয়ারবকর (Diyarbakır) প্রদেশে অবস্থিত।—সম্পাদক।